২৯ জুলাই, নিঃশব্দ কারফিউর বুক চিরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাশে গর্জে উঠেছিল সাহসের প্রতিধ্বনি। যখন রাষ্ট্রের রক্তচক্ষু, বন্দুকের নিশানা আর নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট বিচ্ছিন্নতা ঘিরে ফেলেছিল চারপাশ–তখনও বিপ্লবীরা থামেনি। অশ্রুসিক্ত চোখ, নির্ঘুম রাত, বুকে জমে থাকা ক্ষোভ আর প্রত্যয়ের আগুন নিয়ে তারা নেমেছিল রাজপথে। চারপাশে পুলিশের ব্যারিকেড, পেছনে হামলার ভয়–তবু কণ্ঠে ছিল আগুনঝরা শ্লোগান: 'শেম শেম ডিক্টেটর!' সেদিন সারা দেশে ফ্যাসিস্ট হাসিনার দেওয়া প্রথম কারফিউ ভেঙে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক প্রকম্পিত করেছিল সাহসী কণ্ঠগুলো। বিনোদপুর বাজার থেকে শুরু হওয়া সেই মিছিল ছিল শুধু প্রতিবাদ নয়, এক জীবন্ত ইতিহাস।

শিক্ষক যখন বিপ্লবী

৩০ জুলাই, শিক্ষক সমাজ মুখে লাল কাপড় বেঁধে নেমে আসে রাজপথে–প্রতীকী নয়, বাস্তব বিপ্লব। তারা স্মরণ করে আহত-নিহত ছাত্রদের, যারা ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসে প্রাণ হারিয়েছে,

আর বলে–তোমার রাষ্ট্রীয় শোক নয়, আমাদের লাল শোক, রক্তের অভিমতই আমাদের সান্ত্বনা।

ছবিতে দেখা যায়, এক শিক্ষক আরেকজনকে লাল কাপড় বাঁধছেন–এ এক চুপচাপ কণ্ঠরোধের প্রতিবাদ।

শিক্ষকেরাও যখন ভয়ভীতি উপেক্ষা করে রাস্তায় নামেন, তখন বুঝতে হয়–এই রাষ্ট্র ব্যর্থ।

কারণ ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী–তোমরা আর মিথ্যা ইতিহাস লিখতে পারবে না।

গেটবন্দি প্রতিবাদ, শিক্ষক আটকে রেখেছে পুলিশ

৩০ জুলাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে তালা, বাইরে পুলিশি ব্যারিকেড।

ভেতরে অপেক্ষায় থাকা শিক্ষকরা বের হতে চান ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে যোগ দিতে,

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নির্দেশে পুলিশ গেট আটকে দিয়েছে–ছবিতে ধরা পড়েছে এই নগ্ন দমন।

এই তো ফ্যাসিবাদ–যেখানে শিক্ষকদেরও আটকানো হয় শুধু সত্য বলার জন্য।

তারা চেয়েছিল রাজপথে দাঁড়াতে, কিন্তু রাষ্ট্র ভয় পায় সেই দৃশ্যকে।

ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী–তোমাদের প্রতিটি সিদ্ধান্ত ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড়াবে।

রক্তের ভয়কে অগ্রাহ্য করে দাঁড়িয়ে শিক্ষকসমাজ
৩০ জুলাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন থেকে র‍্যালি, ফটকের সামনে প্রতিবাদী সমাবেশ।
লাল কাপড়ে মুখ ঢেকে, রাষ্ট্রীয় গণহত্যার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শিক্ষকরা প্রমাণ করেন–এই লড়াই সবার।
পুলিশি ব্যারিকেড, ভয়, হত্যা–কিছুই থামাতে পারেনি তাদের,
কারণ তারা জানে–একটি জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে প্রতিবাদে,
আর যারা চুপ থাকেন না, তারাই বদলে দেন রাষ্ট্রের মৌলকাঠামো।
ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী–তোমাদের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ চলবে, যতদিন না জয় আসে।

৩১ জুলাই দুপুর ২টায়, রাজশাহী কোর্টের মেইন গেটের সামনে থেকে 'March for Justice'-এর ডাক দিয়েছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিপ্লবীরা। লক্ষ্য ছিল সারা দেশে চলমান গণহত্যা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ। কিন্তু তার আগেই কোর্ট এলাকা ঘিরে ফেলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী–তাদের ভয় ছিল কিছু তরুণ স্বপ্নবাজ পায়ে পায়ে ন্যায় ছড়িয়ে দেবে! আন্দোলনকারীরা যখন নির্ধারিত স্থানে পৌঁছাতে পারেননি, ঠিক তখনই এলোমেলোভাবে প্রবেশ করা পাঁচজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের মধ্যে পরিচয় পাওয়া যায় ওয়াকির রহমান শাওন (BUP, Finance) এবং তানভীর আনজুম রাকিন-এর। একটি দেশের বিচারালয়ের ছায়াতলে যেখানে ন্যায়ের শুরু হওয়ার কথা, সেখানেই আজ 'ন্যায়ের দাবিকারী' তরুণদের হাতকড়া পরানো হয়। কিন্তু ইতিহাস বলে, যে হাত আজ আটক, সে হাতই কাল গড়ে তোলে সত্যের বিজয়মঞ্চ।

১ আগস্ট, সারাদেশে ছাত্র-জনতার উপর ফ্যাসিবাদী শক্তির হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উদ্যোগে একটি ঐক্যবদ্ধ মৌন মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এই মিছিলে সকল দল ও মতের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে মানবাধিকার, গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার প্রতি তাদের অঙ্গীকার পুনঃপ্রকাশ করেন।

১ আগস্ট ২০২৪। বুদ্ধিজীবী চত্বর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। যখন রাজপথে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল 'ছাত্র-জনতার খুনিদের প্রতিহত করো'–ঠিক তখনই নিপীড়নের ছদ্মবেশে মাঠে নামে রাষ্ট্রের সাদা পোশাকধারীরা। এই ছবি শুধু তৎকালীন আতঙ্ক নয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য একটি বার্তা–দমন আর ভয় দেখিয়ে থামানো যায় না যে ছাত্র-জনতা একবার জেগে উঠেছে। রাজশাহীর মাটি সেদিন সাক্ষী ছিল সাহসের, ঐক্যের এবং অবিচল প্রতিজ্ঞার। "লাঠি ভাঙবে, শিকল ছিঁড়বে–কিন্তু ছাত্রঐক্য ভাঙবে না। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!"

১ আগস্টের নীরবতায় জেগে উঠেছিল গর্জন–
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা মৌন মিছিলের ব্যানারে বাঁধা মুখে তুলে ধরেছিল প্রতিরোধের নিঃশব্দ শপথ। লাল কাপড়ে মোড়া ছিল সেই মুখগুলো, যেখানে প্রতিফলিত হচ্ছিল ফ্যাসিবাদের দোসর, নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে জমে ওঠা ক্ষোভের আগুন।
তাদের অপরাধ? তারা কেবল ন্যায়বিচার চেয়েছিল। তারা রক্ত চায়নি, চেয়েছিল সমানাধিকার।
কিন্তু ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রযন্ত্রের হিংস্র থাবা নেমে আসে এই নীরবতার ওপরও। মিছিল শেষে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ানো সাদা পোশাকধারীরা শিক্ষার্থী আর সাংবাদিকদের টেনে নিয়ে হেনস্তা করে, যেন ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোই আজ অপরাধ।
এই দিনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দেখেছিল– কীভাবে ফ্যাসিবাদের দোসররা ভয় পায় নীরবতার শক্তিকে, কীভাবে নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠনের ছায়ায় লুকিয়ে থাকা শক্তি আতঙ্কিত হয় সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।
কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী: নিঃশব্দ এই শপথ থেকেই জন্ম নেয় মহাবিপ্লব!

১ আগস্ট, কারফিউ চলাকালীন সময়ে আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠন এবং রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যার প্রতিবাদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। ওই সময় সাদা পোশাকে থাকা ডিবি পুলিশ কর্তৃক শিক্ষার্থীদের কর্মসূচী থেকে জোরপূর্বক তুলে নেওয়ার চেষ্টা করা হয় এবং একপর্যায়ে তাদেরকে চেঙদোলা করে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনাটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে একটি গভীরভাবে নিন্দনীয় এবং স্মরণীয় অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

১ আগস্ট–নীরব মিছিল। শিক্ষকদের নেতৃত্বে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত হয় 'ছাত্র-জনতার খুনিদের প্রতিহত করুন' শীর্ষক মৌন প্রতিবাদ। মুখে বাঁধা লাল কাপড়, হৃদয়ে ক্ষত। এই নীরবতা ছিল আগুনের মতো, যা পোড়ায় ক্ষমতার অন্তঃসারশূন্যতা। কিন্তু সেখানেও থামে না দমননীতি। সাদা পোশাকের পুলিশ আক্রমণ করে, টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় শিক্ষার্থীকে। শিক্ষকরাও হয় লাঞ্ছনার শিকার। রাষ্ট্রযন্ত্র প্রমাণ করে দেয়–ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীরা কেবল অস্ত্র নয়, নীরবতারও ভয় পায়।